গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
মৎস্য অধিদপ্তর
খুলনা বিভাগ, খুলনা
fisheries.khulnadiv.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৩.০২.০০০০.৩০৪.৪২.০০১.২২.৩৮২

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
৩০ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির য় ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত হালনাগাদ সেবার ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ ।**

উল্লেখিত বিষয়ের আলোকে আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত হালনাগাদ সেবার ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিম্নের ছকে প্রদান করা হলো।

ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার হালনাগাদকৃত ডাটাবেইজ ও সেবা অব্যাহত রাখার প্রমানকসমূহ

ক্রঃ নং	ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি না বা প্রভাব/না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহিতাগণ প্রত্রাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি না/উপকার ভোগী	সেবার লিংক/প্রমানক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

০১	মাটির পুকুরে গলদা চিংড়ির পি এল উৎপাদন।	বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী ২৭ টি হ্যাচারীসহ মোট ৩৫ টি গলদা চিংড়ির হ্যাচারী রয়েছে এবং এসকল গলদা হ্যাচারীর পিএল উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র কয়েক কোটি। কিন্তু চাহিদা রয়েছে মোট প্রায় ৩০০-৫০০ কোটি, এই বিপুল পরিমাণ পিএল এর চাহিদা মেটানের জন্য গলদা হ্যাচারীর যেমন সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সহজ প্রযুক্তির উদ্ভাবন, যা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে পুকুরে উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান এমন এলাকা নির্বাচন করতে পারলে বিদ্যমান চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব। উপকূলীয় যে সমস্ত এলাকায় ৮-১৫ পিপিটি লবণ পানি রয়েছে সেসমস্ত এলাকাকে নির্বাচন করে পরিকল্পিত উপায়ে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদনের একটি শিল্প এলাকা গড়ে তোলা সম্ভব। বর্ণিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এই সকল এলাকার জলজ সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার এবং উন্নত ও মানসম্মত ব্রুড ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে বিপুল পরিমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। কার্যক্রমটির বিস্তরণে দরকার লাগসই প্রযুক্তি, উন্নত ব্রুড ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনা, দক্ষ কর্মী গড়ে তোলা, চাষ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহন। ইতোমধ্যে বর্তমান বৎসরে (মে-জুন ২০২৩) কালিগঞ্জ উপজেলার নলতা ইউনিয়নের সন্নাসীর চক এলাকায় কার্যক্রমটির পাইলটিং করা হয়, সেখানে মাত্র ৮০ শতাংশ জলাশয়ে মোট ১৭৯ টি ব্রুড মজুদ করে মোট ৮,১০,৭০০ টি পিএল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে, যা উৎপাদকারী মোট প্রায় ১৮,৫০,০০০.০০ (আঠার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকায় বিক্রয় করেছেন। মৎস্য অধিদপ্তর উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারনের মাধ্যমে গলদা চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি করে জনগনের পুষ্টি চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং চিংড়ি চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করার জন্য মাঠ পর্যায়ে মৎস্য/চিংড়ি চাষ বিষয়ক আধুনিক এবং যুযোপযোগী প্রযুক্তি সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণ করতে পারলে একদিকে যেমন দেশের মোট গলদা পিএল এর চাহিদা পূরণ করা সম্ভবপর হবে, অন্যদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সরকারী ব্যয় সাশ্রয়ী নীতি বাস্তবায়ন এবং তথ্য-প্রযুক্তির বিস্তরণ ঘটানোর জন্য সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা এর উদ্যোগে কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহন করা হলে একদিকে উপকূলীয় ৮-১৫ পিপিটি লবণ এলাকার বিদ্যমান সম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ পিএল এর চাহিদা সংকুলান করা সম্ভবপর হবে, অন্যদিকে বাংলাদেশের সমগ্র এলকায় উৎপাদিত পিএল সরবরাহের মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বাড়িয়ে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভবপর হবে।	কার্যকর আছে	সমগ্র দেশব্যাপী	বিগত বছরে ০৩ টি প্লটে মাটির পুকুরে গলদা পিএল উৎপাদন করে সফলতা পাওয়া গেছে এবং এই বছরে আরও ০৫ টি প্লটে গলদা পিএল উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	

৩০-০৬-২০২৪
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
উপপরিচালক

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।